সমকাল

তারিখ 06 FEB 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব

বিশ্ববিদ্যালয় | ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী

অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়- দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। দায়ী করা হয় ছাত্র-শিক্ষকদের। নির্জলা মিথ্যা কথা কেউই হয়তো একে বলবেন না। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে, আমাদের এ দেশের সর্বক্ষেত্রেই এঁদের রয়েছে অনেক বড় ভূমিকা। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পরপরই পাকিস্তানি শাসকদের দুঃশাসনের বিষয়গুলো শনাক্ত হলে তার প্রতিকারের জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলেন ছাত্র ও তাদের পরামর্শদাতা শিক্ষকরা। বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ অবধি সব আন্দোলন-সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে ছাত্রদের রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষক। স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চিহ্নিত করে শীর্ষস্থানীয় অধ্যাপকদের হত্যা করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রেই যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন- তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই শিক্ষকরা অধ্যয়ন করেন, অধ্যাপনা করেন, গবেষণা করেন। নিজে শিখে ছাত্রদের শেখান। নতুন নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবনের সব পর্যায়ের শিক্ষকের দায়িত্ব-কর্তব্য থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর ন্যস্ত এই দায়ভারের চাপটা একটু বেশিই। এই শিক্ষকরাই শিক্ষার্থীর সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলে কর্মজীবনে প্রবেশের পথ তৈরি করে দেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক স্বশাসন রক্ষার লক্ষ্যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ' জারি করা হয়, যাতে এসব প্রতিষ্ঠানে আধুনিক সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ বহাল থাকে। সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও স্বীকার করতে হবে- বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই অধ্যাদেশ আসলেই অপরিহার্য। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়ভার নিয়ে পরিচালিত হলেও এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা রাষ্ট্রে একজন সাধারণ নাগরিক ছাড়া কিছু নন। দেশে দেশে এই শিক্ষকদের কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিত হেনরি অ্যাডাম তো বলেছেন- 'এই শিক্ষকদের প্রভাব নেই কোথায়!'

১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ইউনেসকোর উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনে শিক্ষকদের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে একটি সুপারিশ গৃহীত হয়। ইউনেসকোর এই সনদে বলা হয়, শিক্ষকরা সব কর্মকাণ্ডের কারিগর। জাতি গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা তাদেরই। মর্যাদাবান ও উপযুক্ত নাগরিক তারাই তৈরি করেন। এই শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে মর্যাদার ক্ষেত্রে যেন কোনো ত্রুটি না হয়, রাষ্ট্রকে তা দেখতে হবে।

প্যারিস কনভেনশন সূত্রে, বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে কতটা অধিকার ভোগ করে থাকেন, তার জবাব অনেকটা প্রশ্নবিদ্ধ। কতটা লজিস্টিক সুবিধা পান রাষ্ট্রের কাছে এই শিক্ষকরা? এই শিক্ষকদের একেকজন যথার্থ একাডেমিশিয়ান হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে প্রধান অন্তরায় হলো অর্থ সংকট। শিক্ষকরা যাতে ওই দায় মেটাতে বহির্মুখী না হন, এমনকি অধিক অর্থ পাওয়ার প্রত্যাশায় দেশত্যাগ না করেন, রাষ্ট্রের উচিত তার প্রেক্ষিত অনুসন্ধান করা। হয়তো এসব কথা চিন্তা করেই বর্তমান সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কয়েক বছর আগে গণমাধ্যমে মন্তব্য করেছিলেন, শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হবে। এমন কথাও শোনা গিয়েছিল, সার্কভুক্ত অন্য সব দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে ওই বেতন কাঠামো প্রণীত হবে। বাস্তবায়িত না হওয়ায় অনেকে মনে করছেন সে প্রস্তাব 'শীতল প্রকোষ্ঠে' চলে গেছে।

আমাদের দেশসহ গোটা উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক আমল থেকে আমলাতন্ত্রের একটি পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ সরকার এ দেশে তাদের অনুগত রাজকর্মচারীদের নাম 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশ করত। ইংল্যান্ডের মহারানীর আশীর্বাদপুষ্ট ভাগ্যবানরা এভাবে হয়েছিলেন 'গেজেটেড অফিসার'। নেটিভদের ইংরেজ সরকারের কাজ করানোর ঐতিহ্য এখনও আমাদের দেশের সরকার রাজপুরুষ সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বহাল রেখেছে বলেই তাঁরা কুলীন- গেজেটেড অফিসার।

কতগুলো সাধারণ ঘটনা চোখে পড়লে বিব্রত হতে হয়। দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষকের কোনো সরকারি দলিলের ছায়ালিপিতে সত্যায়ন (অ্যাটেসপেশন) গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। যত জুনিয়রই হোক, সেখানে রাজকর্মচারীর সত্যায়ন আবশ্যক। বিষয়গুলো বিসদৃশ নয় কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদা সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিষয়টির প্রতি সরকারের নজর দেওয়া প্রয়োজন।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভালো অবস্থা চাইলে দরকার দক্ষ শিক্ষক, আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাকর্ম। নজর দিতে হবে, কোনো অবস্থায়ই যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ বিঘ্নিত না হয়, মর্যাদাহানিকর কোনো ঘটনা যেন না ঘটে। ব্রেইন-ড্রেইন ঘটিয়ে তারা যেন অন্যত্র চলে যেতে না চান, দেশত্যাগ না করেন। নিজেদের অর্জিত অভিজ্ঞতা, মেধা যেন নিজের দেশেই তারা প্রয়োগ করার সুযোগ পান। নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিনব উদ্ভাবন, সমাজে পরিবর্তন আনার জন্য এই শিক্ষকদের ভূমিকা অটুট রাখার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। এই শিক্ষকদের অবস্থা কোনো কারণেই যেন কলুষিত না হয়- রাষ্ট্রকেই তা দেখতে হবে।

pr_saif@yahoo.com